দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্প সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ-	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ-
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০২	০১	০১	-	০১	০১	০%-৯.৬৪% বেশি	০১	০%-৬৪.৫২% বেশি

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০২টি

০২। ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

মূলতঃ নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

নতুন প্রকল্প এলাকা অন্তর্ভূক্ত, অনুমোদিত অংগ সমূহের ব্যয় বৃদ্ধি, নতুন অংগ সংযোজন, সঠিক পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি করা হয়।

০৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও সমস্যা	সুপারিশসমূহ
০১।	মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ বাস্তাবায়ন ও তদারকির প্রধান কাজ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে অন্যান্য সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না।	ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঠিকভাবে তদারকি করার সক্ষমতা যাচাই করা জরুরী। তা না হলে নির্মাণ কাজ তদারকির অভাবে নির্মাণের গুণগত মান বজায় থাকে না।
০২।	ভবনগুলি নির্মাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি।	ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা জরুরী।
০৩।	যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত পাঠদান হয় সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভবন রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। নিয়মিত পাঠদান হয় না অথবা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন রক্ষণাবেক্ষণের কোন উদ্যোগ নেই।	ভবিষ্যতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভবন নির্মাণের পূর্বে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে হবে।
০৪।	ভবনগুলি নির্মাণের টেন্ডার অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে করা হয়। অনেক ঠিকাদাররা কন্সট্রাকসন সাইটের বিষয়ে সাম্যক ধারণা না নিয়েই দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে নির্মাণ কাজের সময় তাঁরা নানা কারণে সাইটের কাজ তদারকিতে সময়ক্ষেপন করেন। এছাড়াও নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর ভবনটি বুঝে নেওয়ার জন্য নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপণা সংশ্লিষ্ট কোন ভবন নির্মাণের সময় এ ধরণের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এমন কোন ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া সমীচীন হবে এবং চুক্তি করার পূর্বে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অতীত অভিজ্ঞতা দেখে নেওয়া জরুরী।
০৫।	প্রকল্পের Internal এবং External Audit সম্পর্কিত তথ্য পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়নি	সমাপ্ত প্রকল্পটির Internal এবং External Audit সম্পন্ন করে এর কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর ডিজাস্টার রিস্ক ফাইন্যান্সিং শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম : ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর ডিজাস্টার রিস্ক ফাইন্যান্সিং
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪। প্রকল্প এলাকা : ঢাকা
৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯২.০০ ৮২.০০ ৪১০.০০	-	৩৩২.৮৩ ৪৫.৮৮ ২৮৬.৯৫	জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত	-	জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত	-	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন:** প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মোট অনুমোদিত ব্যয় ৪৯২.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৮২.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪১০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সাহায্যের ৪১০.০০ লক্ষ টাকা ইউরোপিয় ইউনিয়ন অনুদান হিসাবে প্রদান করেছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন(পিসিআর অনুযায়ী এবং আরটিপিপি মোতাবেক):**
প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক ব্যয় নিম্নরূপ:-

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	% (মোট প্রকল্প ব্যয়ের)
১।	আন্তর্জাতিক পরামর্শকের সম্মানী	২১০.৯৫	৬৩.৩৮%
২।	দেশীয় পরামর্শকের সম্মানী	৪১.০০	১২.৩২%
৩।	ভ্রমণ ভাতা	১৯.০০	৫.৭১%

প্রকল্পের কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:**

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় , মূল টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম:**
৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:

৯.১.১ বাংলাদেশ পৃথিবীর দুর্যোগ প্রবণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। গড়ে প্রতিবছর দেশের প্রায় ২০% এলাকা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কোন কোন বছর ৬৮% পর্যন্ত এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়।
বাংলাদেশের জন্য ঘুর্ণিঝড়ও একটি অন্যতম ঝুঁকি। অন্যান্য দুর্যোগ যেমন: জলোচ্ছাস, খরা, ভুমিকম্প, নদীভাঙ্গন, টর্নেডো, লবনাক্ততা ইত্যাদি দুর্যোগেও বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ এবং কম আয়ের দেশ হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবসময় জনগণ এবং অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৯.১.২ বাংলাদেশে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় আর্থিক ক্ষতি প্রতিরোধ এখনো সীমিত পর্যায়ে রয়েছে।

দুর্যোগের সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দের ফলে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গৃহীত প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। দুর্যোগ ঝুঁকি সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য মডেল এর অনুপস্থিতির কারণে দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়নে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। দুর্যোগের প্রকৃতি যেমন: দুর্যোগের সম্ভাবনা, জীবন ও সম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি ইত্যাদির উপর দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন নির্ভর করে। নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যেম দুর্যোগ ঝুঁকিতে যথাসময়ে অর্থ যোগান দেয়া গেলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমানো সম্ভব।

৯.১.৩ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব ব্যাংক, জাইকা, ইউএনডিপিসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীরা সহায়তা প্রদান করলেও বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়নের বিষয়ে এখনো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্পটির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সহযোগীদের গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সম্পর্ক জোরদারকরণ এবং disaster risk finance solution উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি দেশের দুর্যোগ ঝুঁকি প্রস্তুতিতে (disaster risk preparedness) সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ জনিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

(ক) বাংলাদেশের Catastrophe Risk Profile Study করা;
(খ) দুর্যোগ সাড়াদানে Funding Gap নিরুপণ করা:
(গ) ঝুঁকি অর্থায়ন সমস্যা সমাধানে বিস্তারিত ডিজাইন উন্নয়ন করা; এবং
(ঘ) দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন সংক্রান্ত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন।

১০। এডিপি বরাদ্দ (পিসিআর অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি বরাদ্দ			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১২-২০১৩	৬০.০০	১০.০০	৫০.০০	৬.৩৬	৬.৩৬	-
২০১৩-২০১৪	৬৪.০০	২৪.০০	৪০.০০	১১২.২৫	১৭.৯২	৯৪.৩২
২০১৪-২০১৫	১৮৭.০০	২৭.০০	১৬০.০০	২১৪.২২	২১.৬০	১৯২.৬৩
			মোট	৩৩২.৮৩	৪৫.৮৮	২৮৬.৯৫

১১। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
মুনীর চৌধুরী	খন্ডকালীন	০৪/০৩/২০১৩ হতে ২৮/০২/২০১৪
সত্যব্রত সাহা	খন্ডকালীন	০১/০৪/২০১৪ হতে ১৫/০৬/২০১৬

১৩। **পর্যবেক্ষণ সমূহ:**

১৩.১। **প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন:**

প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য ২১/০৯/২০১৬ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে কারিগরী সহায়তা শীর্ষক প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন।
মূলত প্রকল্পটির মাধ্যমে উন্নত দেশসহ অন্যান্য অঞ্চলে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে একগুচ্ছ Suitable Disaster Risk Finance Solution প্রচলনের কৌশল প্রণয়ন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়। এ কাজের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ইউএসএ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান AIR WorldWide এবং ADPC, Thailand কে যৌথভাবে প্রকল্পটির জন্য কনসালন্টিং ফার্ম হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কনসালন্টিং ফার্ম স্টাডি করে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে।

১৩.২। **বাংলাদেশের Catastrophe Risk Profile Study করা**:

প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগসমূহের ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ২০০০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ সকল তথ্য International Emergency Database (EMDAT), Dartmouth Flood Observatory, Ministry of Disaster Management and Response, Bangladesh Meterological Department (BMD), Comprehensive Disaster Management Program (CDMP), International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies, The National Geophysical Data Center (NGDC), Martin and Szeliga (2010), LGED, BDNews24 থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ২০টি এনজিও, বাংলাদেশ বীমা এ্যাসোসিয়েশন, পিকেএসএফ, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এবং ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মূলত সাইক্লোন ও বন্যা সম্পর্কে বিস্তারিত স্টাডি করা হয়েছে।

১৩.৩। **দুর্যোগ সাড়াদানে Funding Gap নিরুপণ করা:**
স্টাডি থেকে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে ২০০০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে বিভিন্ন দুর্যোগে মোট ১০,৭৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যার শতকরা ৯০ ভাগই হলো বন্যা এবং সাইক্লোন এর দ্বারা হয়েছে। এ ক্ষয়ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন, দুর্যোগ প্রশমন ও প্রতিরোধ, মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত বৈদেশিক সহায়তা বাবদ মোট ২,৬৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ৮,১২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার funding gap রয়েছে।

১৩.৪। **ঝুঁকি অর্থায়ন সমস্যা সমাধানে বিস্তারিত ডিজাইন উন্নয়ন:**
প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়নের সম্ভাব্য পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে। এসকল পদ্ধতিসমূহ হলো:

(ক) Sovereign options:

১) Contingent credit:

- Structured as a contingent extension of a normal funding window, likely a loan for investment in disaster risk management.

-Pre-agreed trigger – usually qualitative (e.g. declaration of emergency by national government).

২) Transfer of cyclone and/or flood risk to international markets –to provide early liquidity for 1 in 10+ year events.

(খ) Portfolio insurance for microfinance sector:

১) Substantial risk resides in the loan portfolios of the MFI (Micro Finance Institutions) sector.

২) This can reduce the direct burden on Government and catalyse economic activity.

(গ) Micro-insurance:

১) Expanding scope of micro options in agriculture and weather index insurance.

১৩.৫। **প্রকল্প পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ:**

প্রকল্পটির মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিমেণাক্ত সুপারিশ সমূহ করা হয়েছে:-

ক) Capacity-building (ongoing):

- Sovereign Level including ministries of finance, planning as well as disaster risk management
- Private sector – concentrating on parametric insurance and Microinsurance

খ) Implementation of sovereign DRF (immediate):

- Contingent credit line (e.g. USD 250m)
- Parametric sovereign cyclone risk transfer (via insurance or capital markets)

গ) Additional tools (2-5 years):

- Parametric sovereign flood risk transfer
- MFI portfolio insurance (through PKSF or other channels)

ঘ) Long-term (5+ years):

- Private sector expansion of micro-insurance
- Supportive regulatory environment
- Comprehensive Sovereign risk financing strategy in place

১৩.৬। **দুর্যোগ ঝুঁকি অর্থায়ন সংক্রান্ত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন:**

প্রকল্পটির আওতায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিয়ম সংক্রান্ত ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন।

১৩.৭। **সর্বশেষ অগ্রগতি:**

প্রকল্পটির আওতায় প্রণীত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য Contingent credit এর আওতায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়টি বর্তমানে ইআরডিতে নেগোসিয়েশন করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ন, প্রকৃতিতে মানুষের অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ, নদী শাসন ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা প্রভাব জনিত কারণে দুর্যোগে বাংলাদেশের

বিপদাপন্নতা কয়েক গুণ বেড়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশের দীর্ঘ দিনের অর্জিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি দুর্যোগের কারণে বিলীন হয়ে যেতে পারে। দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিসহ জনগণের সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরী মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং সম্পৃক্ত সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

অনুমোদিত	অর্জিত
দুর্যোগ জনিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।	"ডিজাস্টার রিস্ক ফাইন্যান্সিং" বাংলাদেশে একটি নতুন ধারণা। ডিজাস্টার রিস্ক ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমাধানগুলি এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়েছে। এগুলি ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

১৫। সমস্যা:

১৫.১ ঝড় জলোচ্ছাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশে যথেষ্ট সক্ষম হলেও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন ভবন ধ্বস, অগ্নিকান্ড-এসব ঘটনা মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সক্ষমতা মান সম্পন্ন নয়;

১৫.২ প্রকল্পের পিসিআর এ বিভিন্ন অংগের ব্যয় বিভাজন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি;

১৫.৩ প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সহ অন্যান্য আর্থিক কার্যাবলী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু পিসিআরে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য নেই; এবং

১৫.৪ প্রকল্পের Internal এবং External Audit সম্পর্কিত তথ্য পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়নি; এবং

১৫.৫ আইএমইডির নির্ধারিত ছকে প্রতি মাসে প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১৬। সুপারিশ:

১৬.১ মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নে বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৬.২ পরবর্তীতে পিসিআর প্রেরণের সময় অঙ্গ ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সহ অন্যান্য তথ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে করতে হবে;

১৬.৩ সমাপ্ত প্রকল্পটির Internal এবং External Audit সম্পন্ন করে এর কপি আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৬.৪ ভবিষ্যতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে প্রতি মাসে প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য আইএমইডির নির্ধারিত ছকে প্রেরণে সচেষ্ট থাকার বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

পরিশিষ্ট "ক"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	টিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	সহায়ক জনবলের বেতন এবং ভাতা	জন	১১.৪০	৩	৬.৩৪	৩
০২।	যানবাহন ভাড়া	সংখ্যা	২১.০০	১	৯.৩৫	৮৭.৫০
০৩।	টেলিফোন/মোবাইল বিল	থোক	১.৮০	-	১.৬৫	-
০৪।	জ্বালানী	থোক	৯.০০	-	৩.৭৩	-
০৫।	স্টেশনারি	থোক	৪.০০	-	২.৬০	-
০৬।	আন্তর্জাতিক পরামর্শকের সম্মানী	জনমাস	২১০.৯৫	১০	২১০.৯৫	১০
০৭।	দেশীয় পরামর্শকের সম্মানী	জনমাস	৪১.০০	১০	৪১.০০	১০
০৮।	ভাতা	থোক	৬.০০	-	৫.৮০	-
০৯।	ভ্রমণভাতা	থোক	২৩.৭৮	-	১৯.০০	-
১০।	প্রতিবেদন ও যোগাযোগ	থোক	২.৪৬	-	২.০০	-
১১।	সেমিনার ও কনফরেন্স	থোক	৮২.০০	-	১০.০০	-
১২।	বিবিধ	থোক	৮.২০	-	৪.০০	-
১৩।	সভা ও সম্মানী	থোক	৯.১১	-	১.০৯	-
১৪।	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	১১.৪৫	-	১১.১০	-
১৬।	কন্টিজেন্সি	থোক	৪৬.৬১	-	২.২৩	-
১৭।	অফিস সরঞ্জামাদি ও এসি	থোক	৩.২৪	-	২.৯৯	-
	সর্বমোট		**৪৯২.০০**		**৩৩২.৮৩**	

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্প এলাকা : ১৩টি জেলার ৬২টি উপজেলা

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা	১ম সংশোধিত মোট টাকা		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮১৬৮.৩৪	১৯৯৭৮.৩৪	১৯৪৪২.৩৫	মার্চ ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত	মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত	মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত	৯.৭৬%	৬৪.৫২%

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন:** প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারএর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন(পিসিআর অনুযায়ী এবং আরটিপিপি মোতাবেক):**

প্রকল্পের প্রধান কাজ হলো ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা। এর জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ১৮৫.৫৭৫৪ কোটি টাকা। যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৫.৪৫%।

প্রকল্পের কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:**

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় , সংশোধিত টিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম:**

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি:

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগে দেশের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ সকল দুর্যোগের মধ্যে ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, সিডর ২০০৭ এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে এ সকল দুর্যোগ কবলিত এলাকার দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জানমাল রক্ষার্থে এ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক মোট ২৪৮৭টি ঘূর্ণিঝড় ও ১৫০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল আশ্রয়কেন্দ্রের অধিকাংশ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সিডর-২০০৭ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও পুর্নবাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন পূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি এলাকায় আরও ২০৯৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সুপারিশ করে যার মধ্যে ১০৭২টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করে। বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ১৩টি জেলায় ৬২টি উপজেলার ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠির জন্য দুর্যোগকালে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা;

(খ) গবাদিপশু, সম্পদ এবং গৃহস্থলীর অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি/সামগ্রী দুর্যোগের সময় রক্ষা/সংরক্ষণ করা; এবং

(গ) আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

উপকূলীয় ১৩টি জেলার ৬২টি উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

প্রকল্পটি ১৮১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৯/০৩/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় । নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় পরবর্তীতে অনুমোদিত ডিপিপির ১ম সংশোধন করা হয় । সংশোধিত ডিপিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৪/০১/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ১৯৯৭৮.৯৪ লক্ষ টাকা ।

১১। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (পিসিআর অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	১ম সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	মোট ব্যয়
	মোট	মোট		
২০১১-২০১২	১৮৯.৬২	২৫২.০০	২৫২.০০	১৮৯.৬২
২০১২-২০১৩	৪৯৪.৬৩	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯৪.৬৩
২০১৩-২০১৪	৯৯৪৮.০০	১০০১১.০০	১০০১১.০০	৯৯৪৮.০০
২০১৪-২০১৫	৯৩৪৬.৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৮৮১০.১০
				১৯৪৪২.৩৫

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্রঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে	মেয়াদকাল
০১।	মোঃ জহিরুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	১৫/১১/২০১১ হতে ১৭/১১/২০১২
০২।	চন্দ্রনাথ বসাক যুগ্ম সচিব	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	১৭/১১/২০১২ হতে ০৪/০৩/২০১৩
০৩।	মোঃ শামসুজ্জামান ভুঁইয়া যুগ্ম সচিব	পূর্ণকালীন	না	০৪/০৩/২০১৩ হতে ২৮/০৯/২০১৪
০৪।	জাবেদ আহমেদ অতিরিক্ত সচিব	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	২৮/০৯/২০১৪ হতে ০৫/১১/২০১৪
০৫।	ম. খালিদ মাহমুদ যুগ্ম সচিব	খন্ডকালীন	হ্যাঁ	০৫/১১/২০১৪ হতে ২০/০১/২০১৫
০৬।	গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	পূর্ণকালীন	হ্যাঁ	২০/০১/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১৪। পর্যবেক্ষণ সমূহ:

১৪.১। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন:

প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য আইএমইডির সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মাহ্‌বুব জামান খান ১৮-১৯/১১/২০১৬ তারিখে নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার ৩টি উপজেলায় ৫টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন।

১৪.২। আশ্রয়কেন্দ্রের বৈশিষ্ট সমূহ:

আশ্রয়কেন্দ্রগুলি নির্মাণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার কথা ছিল:-
ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করতে হবে;
খ) প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র তিন তলা বিশিষ্ট, তন্মধ্যে নীচ তলা ফাঁকা;
গ) দ্বিতীয় তলায় গবাদি পশু ও প্রতিবন্ধীদের অবস্থানের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট থাকবে;
ঘ) দ্বিতীয় তলায় প্রতিবন্ধীদের উঠা নামার জন্য র্যা মের ব্যাবস্থা থাকবে;
ঙ) তৃতীয় তলায় দুর্গত মানুষের অবস্থানের জন্য চারটি (০৪) কক্ষ নির্মাণ করা হবে;
চ) পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট ও প্রতিবন্ধীদের জন্য হাই কমোডের ব্যবস্থা থাকবে;
ছ) পানি সরবরাহের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা থাকবে;
জ) দুর্যোগকালে আলোর ব্যবস্থা হিসাবে সৌর বিদ্যুৎ এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য রিজার্ভার থাকবে;
ঝ) প্রত্যেকটি আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝের আয়তন ৭৩৯.৫০ বর্গমিটার হবে; এবং
ঞ) প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৩০০ গবাদি পশু এবং প্রায় ৪৫০ জন লোক আশ্রয় নিতে পারবে।

১৪.৩। গাংচিল কবি নজরুল জুনিয়র হাই স্কুল আশ্রয়কেন্দ্র (ক্রয় প্যাকেজ-৫৫):

নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় গাংচিল কবি নজরুল জুনিয়র হাই স্কুল আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মান কাজ আপাত দৃষ্টিতে ভাল মনে হয়েছে। তবে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত টিউবওয়েলটি নষ্ট ও পরিত্যাক্ত অবস্থায় দেখা যায়। এর ফলে স্কুলে শিক্ষার্থীরা বিশুদ্ধ খাবার পানি পাচ্ছেন না। টিউবওয়েলটি দ্রুত মেরামত করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল পদ্ধতিতে ১৩/১০/২০১৬ তারিখে আশ্রয়কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন।

	
চিত্র ০১: নষ্ট টিউব ওয়েল	*চিত্র ০২: গাংচিল কবি নজরুল জুনিয়র হাই স্কুল আশ্রয়কেন্দ্র*

১৪.৪। দারুল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা (ক্রয় প্যাকেজ-২১ খ):

লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলায় দারুল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং মাদ্রাসার শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ত্রুটিপূর্ণ। ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। এছাড়া তিন তলার ছাদের যে স্থানে ওয়াটার রিজার্ভার আছে সেই স্থান এবং এর আশে-পাশের ছাদ ও দেয়াল দিয়ে চুইয়ে পানি পড়ে। ফলে সেখানকার ছাদ, দেয়াল ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে

অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও সোলার সিস্টেম ঠিকমত কাজ করে না বলে মাদ্রাসার শিক্ষকগণ জানান। তারা বলেন সোলারের মাধ্যমে ১৫টি বাতি জ্বলার কথা থাকলেও ৪টি বাতি কাজ করে। মাদ্রাসার শিক্ষক ও স্থানীয় লোকজন জানান ভবনটি স্কুল কর্তৃপক্ষ বুঝে নেওয়ার পর থেকেই এসকল সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো জানান নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গ্রহণকৃত নিরাপত্তা জামানত ফেরত দেওয়া হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ করার পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য, এই আশ্রয়কেন্দ্রটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল পদ্ধতিতে ১৩/১০/২০১৬ তারিখে উদ্বোধন করেন।



চিত্র ০৩: ভবনের তিন তলার মাঝ বরাবর ফাটল



চিত্র ০৪: ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল

১৪.৫। চর পার্বতী এসসি উচ্চ বিদ্যালয় (ক্রয় প্যাকেজ-৫৬):

নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চর পার্বতী এসসি উচ্চ বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মান কাজ আপাত দৃষ্টিতে ভাল মনে হয়েছে। তবে নিচ তলার ছাদের কাছাকাছি উন্মুক্ত অবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার শৌচাগারের পাইপ দেখতে পাওয়া যায়। এসব পাইপের সংযোগস্থলে কোন বিচ্যুতি হলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে। এছাড়া পাইপগুলি উন্মুক্ত স্থানে থাকার কারণে যে কোন বাহ্যিক আঘাতে ভেঙে যেতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল পদ্ধতিতে ১৩/১০/২০১৬ তারিখে আশ্রয়কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন।



চিত্র ০৫: চর পার্বতী এসসি উচ্চ বিদ্যালয়



চিত্র ০৬: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডিজিটাল পদ্ধতিতে উদ্বোধন

১৪.৬। একরাম চৌধুরী বাজার উচ্চ বিদ্যালয় (ক্রয় প্যাকেজ- ২২ খ):

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় একরাম চৌধুরী বাজার উচ্চ বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মান কাজ ত্রুটিপূর্ণ। ভবনের ভিতরে কয়েকটি যায়গায় হালকা ফাটল দেখা যায়।

আশ্রয়কেন্দ্রের তিন তলার ছাদ এবং এর সংলগ্ন দেওয়াল ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে ঐ স্থানগুলিতে দেওয়াল ও ছাদ ড্যাম হয়ে যাচ্ছে। তিন তলার ছাদে লাগানো লাইটের শেডের ভিতরেও পানি জমে থাকতে দেখা যায়। প্রধান শিক্ষক জানান ছাদের দুই পার্শ্বে যে জলাধার তৈরী করা হয়েছে তার থেকে পানি বের হবার কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, জলাধারের ভেতরে ও বাইরের অংশে ঠিকমত সিমেন্টের প্রলেপ না থাকার কারণে এমন হতে পারে। এছাড়াও পুরো ভবনেরই রক্ষানাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভবনের শৌচাগারগুলি অপরিচ্ছন্ন ও ব্যাবহার অনুপযোগী।

কয়েকটি জায়গায় ট্যাপ ও বেসিনের পাইপ ভাঙ্গা দেখা যায়। আশ্রয়কেন্দ্রটির নাম একরাম চৌধুরী বাজার উচ্চ বিদ্যালয় হলেও প্রকৃতপক্ষে এখানে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলে। প্রধান শিক্ষক জানান আগামী বছর থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। যদিও মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য এখনো অনুমতি পাওয়া যায়নি। পরিদর্শনকালেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অদৌ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কীভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে তা বোধগম্য নয়। সচল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভবন নির্মাণ করার কথা ছিল। বিদ্যালয়ের নাম ফলকটি দেখলে বুঝা যায় এটির নামফলক পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জানান, মাননীয় প্রধঅনমন্ত্রী বিদ্যালয়টি ১৩/১০/২০১৬ তারিখে উদ্বোধন করার পূর্বে এটি পরিবর্তন করা হয়। ভবনের সোলার সিস্টেম ঠিকমত কাজ করে না। আশ্রয়কেন্দ্রে কোন পানির পাম্প নেই। কিন্তু ডিপিপিতে এর সংস্থান ছিলো। প্রধান শিক্ষক জানান প্রথম থেকেই কোন পানির পাম্প নেই। যদিও পরিদর্শনকালে অন্যান্য আশ্রয়কেন্দ্রে পানির পাম্প সংযুক্ত দেখা গেছে।

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>চিত্র ০৭: দেয়ালের ফাটল</td><td>চিত্র ০৮: স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>চিত্র ০৯: ছাদ দিয়ে পানি চুঁইয়ে লাইটের শেডের ভিতর জমা হয়েছে</td><td>চিত্র ১০: ভাঙ্গা ট্যাপ ও বেসিনের অংশ</td></tr>
</table>

১৪.৭। **পরামর্শ প্রতিষ্ঠান বাবদ ব্যয়:**

প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বাবদ ব্যয়। এখাতে অনুমোদিত ব্যয় মৃত্তিকা পরীক্ষা, ড্রয়িং-ডিজাইন প্রণয়ন, মৃত্তিকা পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের প্রাক্কলন প্রস্তুত, দরপত্র দলিল তৈরি, দরপত্র মূল্যায়নে তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত ও নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সৃজনী উপদেষ্টা লিমিটেডকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। চুক্তির মেয়াদ ছিলো ২৩/১০/২০১১ হতে ২২/১০/২০১৩ পর্যন্ত। এ প্রতিষ্ঠানের কাজের গাফিলতির কারণে জরিমানা হিসেবে বিল হতে ২২.০০ (বাইশ) লক্ষ টাকা কেটে রাখা হয়।

১৪.৮। **ক্রয় কার্যক্রম:**

পরিদর্শনকালে ক্রয় প্রক্রিয়াসহ ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Procurement of Goods এর আওতায় একটি জিপ প্রগতি থেকে সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে। একটি মাইক্রোবাস, আসবাবপত্র ও কম্পিউটারসহ ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। Procurement of Service এর আওতায় কনসালটেন্ট ফার্ম হিসেবে সৃজনী উপদেষ্ট লিমিটেডকে নিয়োগ করা হয়। Procurement of Works এর আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৮৫টি প্যাকেজে ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও সোলার সিস্টেম স্থাপনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ দেয়া হয়।

১৪.৯। **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন**:

প্রকল্প মেয়াদে ৬ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদেঁর মধ্যে দুই জন পূর্ণকালীণ এবং চার জন খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দায়িত্বপালনকারী ৬ জন প্রকল্প পরিচালকের কেউই অধিদপ্তরের স্থায়ী কর্মকর্তা ছিলেন না। ফলে তাঁরা চাকুরির নিয়মিত প্রক্রিয়ায় বদলি হয়েছেন।

১৫। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন (পিসিআর অনুসারে):**

অনুমোদিত	অর্জিত
(ক) দুর্যোগকালে দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠি র আশ্রয় এবং তাদের গবাদিপশু, সম্পদ ও গৃহস্থলীর অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি/সামগ্রী দুর্যোগের সময় রক্ষা /সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ১০০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা; এবং	ক) উপকূলীয় ১৩টি জেলার ৬২টি উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে; এবং
খ) আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা।	খ) আশ্রয়কেন্দ্রগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৬। সমস্যা:

১৬.১ মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ বাস্তাবায়ন ও তদারকির প্রধান কাজ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে অন্যান্য সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না। প্রথম দিকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী থাকলেও চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের স্থানে সাপোর্ট টু ইজিপিপির ফিল্ড সুপারভাইজারদের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তাদের ডি/এ বা কনভেন্সের ব্যবস্থা ছিল না। জুন ২০১৪ র পর ফিল্ড সুপারভাইজারদের চাকরি না থাকায় তদারকিতে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। প্রকল্পের প্রকৌশলী ও অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের প্রত্যেকের চার থেকে ২০টি পর্যন্ত সাইটের তদারকির দায়িত্ব থাকায় তাদের তদারকি ও পর্যাপ্ত সময় ছিলনা;

১৬.২ ভবনগুলি নির্মাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভবনটি নির্মাণ করা হয় সেখানেও ভবন নির্মাণ ও নির্মাণ পরবর্তী সময়ে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংরক্ষণ করা হয়নি;

১৬.৩ ভবনগুলি নির্মাণের টেন্ডার অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে করা হয়। অনেক ঠিকাদাররা কন্সট্রাকসন সাইটের বিষয়ে সাম্যক ধারণা না নিয়েই দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে নির্মাণ কাজের সময় তাঁরা নানা কারণে সাইটের কাজ তদারকিতে সময়ক্ষেপন করেন। এছাড়াও নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর ভবনটি বুঝে নেওয়ার জন্য নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।

ভবনটি বুঝে নেওয়ার সময় নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে নির্মাণ কাজে যে কোন ধরণের অসঙ্গতি থাকার জন্য ঠিকাদার / ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়। পরিদর্শনকালে দুটি ভবনের সংশ্লিষ্ট নথি পর্যবেক্ষণ করে ভবন ঠিকমত বুঝে নেওয়ার কোন নমুনা পাওয়া যায়নি;

১৬.৪ প্রকল্পের পিসিআর এ উল্লেখ করা External Audit সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র Internal Audit এর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে;

১৬.৫ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত পাঠদান হয় সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভবন রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। নিয়মিত পাঠদান হয় না অথবা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন রক্ষণাবেক্ষণের কোন উদ্যোগ নেই;

১৬.৬ প্রত্যেকটি ভবন হস্তান্তরের সময় কী কী মালামাল বা দ্রব্যাদি ছিল তার একটি তালিকা ভবনে এবং সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করা উচিৎ ছিল। তাহলে ভবনে সংযোজিত লাইট, ফ্যান, পানির পাম্প, সোলার প্যানেল, গভীর নলকূপ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতো; এবং

১৬.৭ মূল অনুমোদিত ব্যয় হতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন।

১৭। সুপারিশ:

১৭.১ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সঠিকভাবে তদারকি করার সক্ষমতা

যাচাই করা জরুরী। তা না হলে নির্মাণ কাজ তদারকির অভাবে নির্মাণের গুণগত মান বজায় থাকে না;

১৭.২ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উপজেলা প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করা জরুরী;

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলির মধ্যে যেগুলিতে ইতোমধ্যে নানা রকম নির্মাণজনিত ত্রুটি দেখা দিয়েছে সেগুলি বের করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেরামতের উদ্যোগ নিতে হবে;

১৭.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপণা সংশ্লিষ্ট কোন ভবন নির্মাণের সময় এ ধরণের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এমন কোন ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া সমীচীন হবে এবং চুক্তি করার পূর্বে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অতীত অভিজ্ঞতা দেখে নেওয়া জরুরী;

১৭.৫ পরবর্তীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণের সময় External Audit সম্পর্কিত তথ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। External Audit সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১৭.৬ ভবিষ্যতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভবন নির্মাণের পূর্বে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে হবে;

১৭.৭ প্রত্যেকটি ভবনে হস্তান্তরের সময় ভবনে সংযোজিত মালামাল বা দ্রব্যাদির তালিকা ভবনে এবং সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রযোজনে ভবনের নির্দিষ্ট কোন দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে;

১৭.৮ একরাম চৌধুরী বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন কার্যক্রমও চলমান না থাকার পরও কীভাবে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে; এবং

১৭.৯ প্রকল্প সময়মত এবং নির্ধারিত ব্যায়ের মধ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ কোন কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে প্রকল্প মেয়াদের জন্য দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক রদবদল পরিহার করতে হবে।

পরিশিষ্ট "ক"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	টিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৩৯.৩৬	০৮	৩৯.৫৩	০৮
২।	কর্মচারীদের বেতন	জন	৭.৯৯	০৬	৭.৯৩	০৬
৩।	বাড়ি ভাড়া	জন	২১.৯৪	১৪	২১.৪১	১৪
৪।	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	জন	-	-	-	-
৫।	উৎসব ভাতা	জন	১৫.৩৪	১৪	৭.৬৮	১৪
৬।	চিকিৎসা ভাতা		২.৪৯	১৪	২.৪৭	১৪
৭।	টিফিন ভাতা	জন	০.২২	০৪	০.১৫	০৪
৮।	যাতায়াত ভাতা	-	০.২৩	-	০.১৫	-
৯।	গ্রাচুইটি	-	১২.৬৫	-	১২.৬৮	-
১০।	টিএ/ডিএ	জন	১১.০০	০৮	১০.৯৯	০৮
১১।	টেলিফোন	জন	৩.০০	০৪	২.২৭	০৪
১২।	তেল ও গ্যাস	থোক	২১.০০	থোক	২১.০০	থোক
১৩।	স্টেশনারি	থোক	১১.৩৭	থোক	১১.২৫	থোক
১৪।	বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি	থোক	৯.৮৮	থোক	১০.০৫	থোক
১৫।	প্রশিক্ষণ	থোক	২.০০	থোক	১.৮৭	থোক
১৬।	পরামর্শকের সম্মানী	থোক	১৮৬.০০	থোক	১৮৫.৯৮	থোক
১৭।	সম্মানী	থোক	১২.০০	থোক	৭.০১	থোক
১৮।	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	২.০০	থোক	১.৯৭	থোক
১৯।	অন্যান্য এবং উপজেলা ব্যয়	থোক	১২.৬৭	থোক	১২.৬৬	থোক
২০।	যানবাহন মেরামত	সংখ্যা	৫.০০	২টি	৪.৫৩	২টি
২১।	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি মেরামত	থোক	৪.০০	থোক	৩.৯৯	থোক
২২।	জিপ ক্রয়	সংখ্যা	৫৬.১১	১টি	৫৬.১১	১টি
২৩।	মাইক্রোবাস ক্রয়	সংখ্যা	২৫.০০	১টি	২৫.০০	১টি
২৪।	কম্পিউটার-৩টি, প্রিন্টার-৩টি, ফ্যাক্স-১টি, ফটোস্ট্যাট-১টি	সংখ্যা	৫.২০	৮টি	৩.৫০	৮টি
২৫।	আসবাবপত্র	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক
২৬।	জমি অধিগ্রহণ	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	থোক
২৭।	জমি নিবন্ধন	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	থোক
২৮।	মৃত্তিকা পরীক্ষা	সংখ্যা	৭৪.০০	১০০টি	৬২.০০	১০০টি
২৯।	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০০.২৫	১০০টি	১৮৫৫৭.৫৪	১০০টি
৩০।	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	সংখ্যা	১২০.০০	২০০টি	৮১.১৭	২০০টি
৩১।	সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন	সংখ্যা	২৮৭.০০	১০০টি	২৮৬.৭৫	১০০টি
৩২।	প্রাইস কন্টিজেন্সি	-	-	-	-	-
৩৩।	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি	-	-	-	-	-
	সর্বমোট	**-**	**১৯৯৭৮.৯৪**		**১৯৪৪২.৩৫**	**-**